দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

শিক্ষকদের অভিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েই ভর্তি হতে হবে

সাহিদুল ইসলাম চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির পদ্ধতি বহাল থাকছে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের সিলিং বাড়ানো এবং প্রশ্নপত্রে এমসিকিউ পদ্ধতি চালুসহ ভর্তি পরীক্ষার সময়ানুগ, বাস্তবমুখী ও গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে। এ অভিমত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বেশ কিছু সদস্যের।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তোড়-জোড় শুরু হয়। এ বছর ইতোমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির আবেদনপত্র আহবান করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে স্নাতক পর্যায়ে এবং 'মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে' ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সুপারিশকে কেন্দ্র করে ইতোপূর্বে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে বলে খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম বহাল রাখার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে যাচ্ছে।

২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাউন্সিলের প্রায় সকল সদস্য ভর্তি পরীক্ষা বহাল রাখার পক্ষেই কথা বলবেন বলে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক এমএম ইমামুল হক জানিয়েছেন। এই লেখা যেদিন প্রকাশিত হবে সেদিনই হয়ত সংবাদপত্রে এ ধরনের সংবাদ ছাপা হয়ে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, চলতি অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হবে।

এ ব্যাপারে জনকণ্ঠের পক্ষ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের অভিমত নেয়া হয়; যাঁদের সবাই একাডেমিক কাউন্সিলেরও সদস্য।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সকল বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন।

অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেছেন, "ভর্তি পরীক্ষা এ জন্যেই থাকা দরকার যে, এদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার এখনও সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা যায়নি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ কিছু কিছু কেন্দ্রে পরীক্ষা ঠিকভাবে হলেও সারা দেশে পরীক্ষা ত্রুটিহীন হয়, এটা কোনক্রমেই বলা যাবে না।"

তিনি বলেন, "গত বছর কলা অনুষদে ১৬০০ আসনের জন্য ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতা করেছে। এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নেয়া কর্তৃপক্ষের জন্য বেশ ঝামেলার ব্যাপার। অভিভাবকরাও এতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই আবেদনের যোগ্যতা নির্ধারক নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমানো যেতে পারে। এতে ভর্তি পরীক্ষা আরও যুক্তিসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ করা যাবে।"

অধ্যাপক এবিএম খালেদ বলেছেন, "ঢাকা বোর্ডের চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে দিনের পর দিন উত্তরপত্র পরীক্ষা, পুনঃ পরীক্ষা ও প্রাপ্ত নম্বরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বোর্ডে দৌড়াতে হচ্ছে। এ অবস্থায় পাবলিক পরীক্ষার বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কাজেই ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"

তিনি বলেন, "বিশ্বের সর্বত্র কোন না কোন ধরনের (জি-মেট, জিআরই, টোফেল ইত্যাদি) ভর্তি পরীক্ষা চালু আছে। তবে পরীক্ষায় সঠিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ভর্তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমানো যেতে পারে। গত বছর বাণিজ্য অনুষদে ৬২০টি আসনের জন্য ১০ হাজার ৭২০ জন প্রতিযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রে মোট আসনের সর্বোচ্চ ৫/৬ গুণ ছাত্রছাত্রীকে প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এতে মেধা যাচাইও সম্ভব হবে ঃ ব্যবস্থাপনার চাপও কমবে।"

অধ্যাপক মোঃ শাহাদাত আলী বলেছেন, "বর্তমান ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে সুযোগ পাওয়া ৮০ হতে ৮৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীই উচ্চ নম্বরধারী। অবশিষ্ট ১৫ ভাগ কঠোর প্রতিযোগিতামূলক মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ করে নেয়। এ ধরনের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।" বোর্ডে স্ট্যান্ড করা অনেক ছেলে-মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আ. আ. ম.স. আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, "প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব ভর্তি পদ্ধতি থাকা উচিত। বেশ ক'বছর বিভিন্নভাবে যাচাইয়ের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। বেশ সমন্বিত এ পদ্ধতির বিপক্ষে তেমন কোন অভিযোগ নেই। তবুও একে অপেক্ষাকৃত উন্নততর করার জন্য এই পদ্ধতির সংস্কার হতেই পারে।"

তিনি বলেন, "পাবলিক পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষা-দু'টি ভিন্ন ব্যাপার। দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার তদারকি, উত্তরপত্র যাচাই ও নম্বর প্রদানের 'কমন স্ট্যান্ডার্ড' নেই। বিশেষ সুবিধা পাবার জন্য শহরের বহু পরীক্ষার্থী পরীক্ষার আগে ছুটে যায় মফস্বলের বিভিন্ন কেন্দ্রে। এ অবস্থায় পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতার মানদন্ড হতে পারে না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সব সময়ই ছিল। এ পরীক্ষা আগে বিভাগ ভিত্তিতে নেয়া হতো; এখন কেন্দ্রীয়ভাবে নেয়া হয়।"

তিনি বলেন; বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের প্রায় সকলেই ভর্তি পরীক্ষার পক্ষে কথা বলছেন।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এমএম ইমামুল হক বলেছেন, "পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির বর্তমান পদ্ধতির বড় ধরনের কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পেলেও মেধাবী বহু ছাত্রছাত্রী এ পদ্ধতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আবার যেন-তেনভাবে দু'টি স্টারমার্ক পাওয়া অনেকেই সুযোগ পায়নি, মেধার মানে।"

অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন, "সারা দেশে একই সিলেবাস, একই পরীক্ষা পদ্ধতি, উত্তরপত্র যাচাইয়ে একই পদ্ধতি প্রবর্তন; গ্রাম-শহরের শিক্ষার মানে সমতা আনা এবং নকল প্রতিরোধ করা না হলে কেবল পাবলিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা ঠিক হবে না।"

তিনি বলেন, "সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে মেধা তালিকা তৈরি করে বিভাগওয়ারি মৌখিক পরীক্ষা হতে পারে," তবে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন অবজেকটিভ ধরনের হলে ভাল হয় বলে তিনি উল্লেখ্য করেন।

সব মিলিয়ে প্রায় সমস্ত শিক্ষক ভর্তি পরীক্ষার পক্ষে যে মত দিয়েছেন তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভর্তি পদ্ধতি" বহাল থাকছে বলা যায়। তবে এতে কিছুটা পদ্ধতিগত পরিবর্তন আসতে পারে।